তথ্য বিবরণী

বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্র বিমোচনে কৃষি প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করা

বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ এবং আরো ৩৩ ভাগ আসে অকৃষিজাত গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে যা বস্তুত কৃষির সাথেই সম্পর্কিত। গ্রামীণ জনগনের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষিজাত অর্থনীতি। দারিদ্র পীড়িত জনগনের শতকরা ৮৫ জন গ্রামঞ্চলে বসবাস করে। তাই কৃষি ও অকৃষিজাত খাতের অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা দারিদ্র বিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের কৃষিখাত বিগত সময়ে বেশ ভালভাবে কাজ করেছে। তবে গত কয়েক বছর ধরে এই খাতের অগ্রগতি থেমে আছে। দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি)-এ বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র দূরীকরনের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। কৃষি ও অকৃষিজাত খাতে বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ উন্নয়ন ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই লক্ষ্য অর্জনের **প্রধান বাধাগুলোর** মধ্যে রয়েছে ঃ

- কৃষি জমির পরিমান প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাওয়া এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- কৃষির উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে পড়া অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পাওয়া।
- নিম্ন মানের খাদ্যশস্য উচ্চমান সম্পন্ন করার জন্য শস্য বহুমুখী করণের গতি স্লথ হয়ে পড়া।

এসব বাধা অতিক্রম করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের একটি হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি-জলবায়ুর সাথে মানানসই যথাযথ কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, তৎসংক্রান্ত তথ্যের প্রচার এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ ও উৎসাহব্যঞ্জক কৃষি গবেষণা ও প্রসারের ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে বিশ্বব্যাংক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। "বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির পুনরুজ্জীবিতকরণ" (Revitalizing Agriculture Technology System in Bangladsh) সংক্রান্ত এক খসড়া রির্পোটে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির রূপরেখা প্রনয়ণ করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে ঃ-

কৃষি গবেষণা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদার করাঃ কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির (National Agriculture Research System) দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো আবশ্যক। এই গবেষণা পদ্ধতির কার্যক্রম পরিচালনায় কৃষকদের আরো বেশী করে মতামত গ্রহন করার পাশাপাশি তারা যাতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমানের ব্যবধানটি (যা উৎপাদন করা হচ্ছে এবং যা উৎপাদন করা সম্ভব) ভালভাবে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্থায়ীত্ব বজায় রাখা ও শস্য বহুমুখিকরণের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

কৃষি গবেষণার জন্য তহবিল যোগানোর স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা : কৃষিতে উচ্চহারে উৎপাদনশীলতা অর্জনের অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে কৃষি গবেষণায় সরকারের অত্যন্ত কম বরাদ্দ। বর্তমানে এ খাতে সরকারের বরাদ্দ কৃষিতে অর্জিত মোট জিডিপি-র মাত্র ০.২ শতাংশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই বরাদ্দ প্রায় ০.৬ শতাংশ এবং উন্নত দেশে ২ শতাংশেরও বেশী। এছাড়া গবেষণার জন্য প্রদত্ত তহবিলও ঠিকমত যোগান দেয়া হয় না এবং প্রায়ই কোন নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদের সাথে এই তহবিল প্রদানের সময়সীমা সংযুক্ত করে দেয়া হয়। (অর্থাৎ যখন প্রকল্প শেষ হয় তখন তহবিল যোগানও বন্ধ করে দেয়া হয়)। এই প্রকল্পে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে কৃষি গবেষণার জন্য তহবিলের যোগান দেয়া অব্যাহত রাখা যায় এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রাধিকার প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা: তৃণমূল পর্যায় থেকে উপরের দিকে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে জোরদার করার নীতি অনুসরণ করা হলে তা কৃষকদের প্রয়োজনের প্রতি অনেক বেশী সংবেদনশীল হতে পারবে। কৃষিখাতের সার্বিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এটা প্রয়োজন। এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক বেশী দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক হবে এবং কৃষকদের প্রকৃত সমস্যাগুলো আরো ভালভাবে সমাধান করা সম্ভব হবে।

পণ্যের (মান সারণী) তৈরি ও বাজার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা : কৃষি প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করার পদ্ধতিগুলোর একটি হবে কয়েকটি নির্দিষ্ট উচ্চমানসম্পন্ন পণ্যকে নিয়ে তাদের আপেক্ষিক সুবিধাগুলো, কৃষকের পছন্দ ও বাজার চাহিদার আলোকে মান সারণী (value chain) তৈরির ব্যবস্থাকে উন্নত করা।

সর্বশেষ, বিশ্বব্যাংক avian influenza বা বার্ড ফ্লু'র বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং এ রোগের হুমকি মোকাবেলায় কৃষি খাতকে সক্ষম করতে প্রস্তাবিত প্রকল্প যাতে একটি ভূমিকা পালন করতে পারে তার বিধান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেছে। বাংলাদেশ এই রোগের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে আছে। তাই দেশকে এ ধরণের ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য সকল প্রকার নিরীক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই প্রকল্প এখনও প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে আলোচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

সেপ্টেম্বর ২০০৫।

অনুবাদ: অনুপ খাস্তগীর